একদল কিশোরীর স্বামীর কব্জা থেকে জীবন-এ ফিরে আসার কাহিনী

রবি ব্যানার্জির প্রতিবেদন : The Telegraph ২৮ মে, ২০০৫

অনুবাদ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনো ব্যানার নয়, মিটিং মিছিল নয়, সমাজকর্মীদের কোনো উস্কানিও নয়, নিঃশব্দ বিদ্রোহে আত্মমর্যাদা আদায় করে নিল নদীয়ার কৃষ্ণনগরের প্রত্যন্ত গ্রামের ২০ জন অল্পবয়সী আত্মনির্ভর নারী । গত চার মাস ধরে, নদীয়ার নাকাশিপাড়ার এই নিম্নবিত্ত মেয়েরা তাদের স্বামীদের অত্যাচার ও অপমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বিবাহবিচ্ছেদ নিতে পেরেছে ।

১৯ বছরের রেশমা খাতুন, বি এ (B A) প্রথম বর্ষের ছাত্রী, তার স্কুলমাস্টার স্বামী কামরুজ্জামান শেখ-এর থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়েছে কারণ স্বামী তাকে কলেজে যেতে দিত না । রেশমা বলেছে --''আমি আমার স্বামীর মত একজন শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে চেয়েছিল আমি যেন শুধু সন্তানের জন্ম দি' এবং সারাজীবন ধরে কেবল তাদের লালন-পালন করি ।''

এইসব মেয়েরা, ১৬ জন মুসলিম আর ৪ জন হিন্দু, আরো কিছু ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে যা আগে শোনা যায় নি ;তারা স্বামীদের থেকে পণের সামগ্রী ফেরত আদায় করতে পেরেছে -- জমি-জায়গা, গয়না আর ক্যাশ মিলিয়ে যার পরিমাণ ২০হাজার থেকে দেড় লাখের মধ্যে ।

১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সী এই মেয়েদের, অধিকাংশই স্কুল আর কলেজ ছাত্রী, প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঘর থেকে বাইরে পা রাখার ;প্রত্যেকে নিজের হিম্মতে নাকাশিপাড়া থানায় গিয়ে হাজির হয়েছে । প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো ইচ্ছা তারা প্রকাশ করেনি, সাহায্যকারি অফিসার সার্কল ইন্সপেক্টর এ.রশিদুজ্জামানের পরামর্শ সত্বেও স্বামীদের গ্রেফতারের জন্য কোনো লিখিত অভিযোগ তারা দায়ের করেনি । স্বামীদের কয়েদে পাঠাতে তারা চায়নি, চেয়েছিল শুধু ওদের কয়েদ থেকে মুক্তি । পুলিশ অফিসারটি 'টেলিগ্রাফ'-এর সাংবাদিককে বলেন -- ''অবদমনকারী পতিদের সঙ্গে আর জীবন না-কাটানোর ব্যাপারে ওই মেয়েদের মনে কোনোরকম দ্বিধা ছিল না, তাই আমি ওদের ডিভোর্স নিতে বলি ।''

ইন্সপেক্টর রশিদুজ্জামান ওদের স্বামীদের বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে উভয়-পক্ষীয় সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেদে রাজী করান । খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম দম্পতিদের 'কাজী'র সামনে এবং হিন্দু দম্পতিদের কৃষ্ণনগর লোক-আদালতে বিবাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন করানো হয় । রশিদুজ্জামান বলেন - ''আমি পুরুষদের বলি, পণ-বাবদ যা কিছু নেওয়া হয়েছে সব দ্রুত ফেরৎ দিতে হবে নাহলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে এবং কোর্টে চালান করা হবে ।''

১৭ বছরের খুরসিয়া বেগম বলে, তার স্বামী ফজলুর শেখ ''প্রতিদিন মদ খেয়ে এসে শ্বশুরবাড়ির সকলের সামনে আমাকে মারত' আর অপমান করত'; আমাকে স্কুলেও যেতে দিত না ।'' খুরসিয়া এ বছর বেথুয়াডহরি গার্লস্ স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল । সালমা খাতুন, সোনালী খাতুন, শাকিলা বিবি-দেরও কাহিনী একই ; একই রকম নির্যাতন পেয়ে এসেছে ইনু দাস, শীলা দাস, সঙ্গীতা দাস, রেখা বিশ্বাস । এদের অধিকাংশই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চায়, বাকীরা কোনো কাজ খুঁজে নিতে চায় কিংবা ছোট কিছু ব্যবসা শুরু করতে চায় ।

সমাজকর্মীরা বিস্মিত ; তারা এই মেয়েদের সাহসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । নদীয়ার সরকার-অনুমোদিত পরিবার-পরামর্শ-কেন্দ্রের প্রধান রিনা মুখার্জি বলেন, ''আমি এরকম এত বেশি সংখ্যায় পণের টাকা-পয়সা ফেরত দেওয়ার ঘটনার কথা কখনো শুনিনি ।'' সমাজবিজ্ঞানী ডি পি ভট্টাচার্যের মতে নাকাশিপাড়ার ঘটনা ''বিপ্লব''-এর চেয়ে কোনো অর্থে কম কিছু নয় ; ''এ ঘটনা প্রমাণ করে শিক্ষার আলো কিভাবে গ্রামীণ মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দেয় । শিক্ষার্থী মেয়েদের মধ্যে অনেকেই এখন আধুনিক জীবনবোধের দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ।

কুড়ি জন মেয়ের এই দলটি এলাকার অন্য মেয়েদের কাছে প্রেরণা হয়ে উঠেছে । ''আমিও এরকমই করব'' বলেছে এখনো অবিবাহিতা বি.এ. ক্লাশের ছাত্রী মমতাজ খাতুন ।